হযরত ওসমান গণী رضي الله عنه
এর জীবনি

22-August-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَكُتِبَتْ لَهُ سِوٰى ذٰلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

(মুজামু আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীসঃ ৫৯৪২)**

মাদানী ফুল: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ!, اُذۡکُرُوا اللّٰہ!, صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন

কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আজ আমরা তৃতীয় খোলাফায়ে রাশিদা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনির কিছু ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করছি।

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দানশীলতার শান

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন হাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **"জাইশি উসরাত"** (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ) এর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার উৎসাহ প্রদান করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! বোঝাই বহন করার গদী এবং আনুষাঙ্গিক মালপত্রসহ একশটি উট আমার দায়িত্বে। **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আবারো উৎসাহ দিলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আবারো দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সকল মালপত্র সহ দুইশটি উট পেশ করার দায়িত্ব আমি গ্রহন করছি। **দু'জাহানের সুলতান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আবারো উৎসাহ দিলে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি মালামাল সহ তিনশটি উট নিজের দায়িত্বে গ্রহন করছি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম যে, একথা শুনে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বর থেকে নিচে নেমে দুইবার ইরশাদ করলেন: আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) যা কিছুই করবে, তার জবাবদিহীতা নাই।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে ওসমান বিন আফফান, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত কিছু ইসলামী বোন অন্যের দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে ফান্ড ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু যখন দেয়ার সময় হয় তখন তাদের উপর তা বোঝা মনে হয়, এমনকি অনেকে তো দেয়ও না! কিন্তু কুরবান হয়ে যান! আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঘোষণা থেকেও বেশি চাঁদা (Funds) **আল্লাহ**র পথে উপস্থাপন করেছেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: মনে রাখবেন যে, এটা তো ছিল তাঁর ঘোষণা মাত্র কিন্তু দেয়ার সময় তিনি (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন, এরপর আরো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। (মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরো লিখেন) মনে রাখবেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথমে ১০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন, দ্বিতীয়বার আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি সব মিলে উটের সংখ্যা ছিল ৬০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! এবার আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রবণ করি।

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম **"ওসমান"** এবং উপনাম হলো **"আবু ওমর"**। **আমিরুল মুমিমিন, যুন নুরাঈন** (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী), **কামিলুল হায়া ওয়াল ঈমান** (অর্থাৎ লজ্জা ও ঈমানে পরিপূর্ণ), **জামেউল কোরআন** (অর্থাৎ কোরআনের সংকলনকারী), **সৈয়্যদুল আসখিয়া** (অর্থাৎ দানশীলদের সর্দার), **ওসমানে বা'হায়া** ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ (Famous) উপাধী। **(কারামাতে ওসমান গণী, ৩,৫,১১ পৃষ্ঠা)** কিন্তু তাঁর সকল উপাধীর মধ্যে **"যুন নুরাঈন"** (দুই নূরের অধিকারী) সমাধিক প্রসিদ্ধ। এই উপাধীটি অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো যে, তাঁর বিবাহ বন্ধনে একের পর এক **হুযুরে আকরাম** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ২জন শাহজাদী হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আবদ্ধ হয়েছেন, এই কারণেই তাঁকে "যুন নুরাঈন" (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়। **(তাহযীবুল আসমা, ১/২৯৭)**

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে তৃতীয় খলিফা ছিলেন। (জান্নাতি যেওর, ১৮২ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রচেষ্ঠায় ইসলাম কুবল করেন এবং ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চতুর্থ নম্বর ছিলেন। যেমনিট তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেই বলেন: اِنِّیۡ لَرَابِعُ اَرۡبَعَۃٍ فِی الۡاِسۡلَامِ অর্থাৎ আমি ইসলাম কবুলকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ। (মুজামুল কবীর, ১/৮৫, হাদীস নং-১২৪)(আসাদুল গাবাতি, ওসমান বিন আফফান, ৩/৬০৬) হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জুমাতুল মুবারকের দিন ৩৫ হিজরী সনের হজ্বের মাসে শহীদ করা হয়েছে। হযরত জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে জান্নাতুর বক্বীতে দাফন করা হয়। (আসাদুল গাবাতি, ওসমান বিন আফফান, ৩/৬১৪-৬১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সেই সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁদের উপর ইসলাম কবুল করার পর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে, বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং খুবই যন্ত্রণাদায়ক আচরন করা হয়েছে, কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই মহান সাহাবী আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতি! যিনি এরূপ অত্যাচার সহ্য করেও বাতিলের সামনে অবিচল ছিলেন এবং দ্বীনে ইসলাম থেকে এক ইঞ্চিও পিছু হটার জন্য প্রস্তুত হননি।

জুলাই/আগষ্ট ২০১৮ ইং এর **মাসিক ফয়যানে মদীনা**র ৪র্থ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ঈমান, নেক আমল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি অবিচল থাকাকে ইস্তিকামত তথা অধ্যাবসায় বলা হয়। এভাবেও বলতে পারেন যে, অধ্যাবসায় হলো, ঈমান নষ্ট না হওয়া, নেক আমল যেমন; নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ছেড়ে না দেয়া, তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ, তাসবীহ, সদকা ও খয়রাত, অপরের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি নেক কাজ সর্বদা করতে থাকা, সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস দৃঢ় থাকা, এই সকল বিষয় অধ্যাবসায়ের অন্তর্ভূক্ত, তবে প্রত্যেক অধ্যাবসায়ের বিধান ভিন্ন, যেমন বিশুদ্ আক্বীদার প্রতি দৃঢ় থাকা সবচেয়ে বড় ফরয। নিয়তিম ফরয সমূহ আদায় করাও

ফরয, গুনাহ থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক এবং নিয়মিত মুস্তাহাব সমূহ আদায় করাও উচ্চ পর্যায়ের মুস্তাহাব, এই হিসেবে অধ্যাবসায়ের ৩টি প্রকার রয়েছে: (১) ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা: যেমন; হযরত বিলাল, হযরত আবু যর গিফারী এবং অন্যান্য অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাঁদের ঈমান আনয়নের পর কঠিন বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঈমানের প্রতি অবিচল ছিলেন এবং আজ ঈমানের উপর অবিচল থাকার কথা এলেই সেই মহান মনিষীদের কথাই স্মরনে এসে যায়। (২) ফরয সমূহের প্রতি অধ্যাবসায় এটা যে, কখনোই না ছাড়া, যেমন; নামায। (৩) মুস্তাহাব সমূহের প্রতি অধ্যাবসায় অর্থাৎ তা সর্বদা সম্পাদন করা, যেমন; তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ, সদকা, উত্তম চরিত্র, নম্রতা এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদির উপর অবিচল থাকা। এই অধ্যাবসায়ও **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইস্তিকামত তথা অধ্যাবসায়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি, পড়েছি, কিন্তু নিজের প্রতি চিন্তাও করা উচিৎ যে, আমাদের কি নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকাতে অধ্যাবসায় অর্জিত? সাময়িকভাবে প্রবল উৎসাহে এসে নফল, তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ এবং দরস ও অধ্যয়ন সব শুরু করে দিই, কিন্তু কিছুদিন পর উৎসাহে ভাটা পরে যায় এবং আমল অদৃশ্য হয়ে যায়। এভাবেই রমযান মাসে বা ইজতিমায় অথবা বাইয়াত হওয়ার পরপরই গুনাহ ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করে থাকে এবং কিছুদিন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েও রাখে, কিন্তু কিছুদিন পর সেই গুনাহ আবার শুরু হয়ে যায় এবং আমরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে বিশেষকরে যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা এবং সাধারণত সকল ইসলামী বোন যারা নেকীর দাওয়াত প্রসার করার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে দ্রুত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং হিম্মত ছেড়ে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের এই মহান মাদানী কাজ থেকে নিজেকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে নেয়।

এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যদিওবা যেকোন সমস্যা ও পেরেশানি এসে যায় কিন্তু সম্ভবত এমন হবে না যেমনটি সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সহ্য করেছেন, এই বিপদ এবং কষ্টের কল্পনাও অন্তরকে নাড়া দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

যেকোন বিপদ সংকুল সময় আসুক না কেনো, **আল্লাহ** করুক যেনো আমরা দ্বীন ইসলামের আঁচল কখনোই না ছাড়ি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! "নেকীর দাওয়াত" দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা খুবই প্রয়োজন, এর জন্য আমাদের সাহস বৃদ্ধি করতে হবে এবং পূর্ব থেকেই মানসিকতা তৈরী রাখতে হবে যে, দ্বীনের পথে কষ্ট আসবেই, আমি এতে ঘাবড়ে গিয়ে পিছু সরবো না বরং অটলতার সহিত গন্তব্যের দিকে নিজের সফর অব্যাহত রাখতে হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈমানের প্রতি অটলতা সম্পর্কীত একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

দুনিয়া ছাড়তে পারি কিন্তু ঈমান নয়

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন ইসলাম গ্রহন করলেন তখন শুধু নিজের পরিবার পরিজন নয় বরং পুরো বংশের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে প্রহারও করা হয়েছে এমনকি তাঁর চাচা হাকাম বিন আবিল আস তো এত বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলো যে, তাঁকে ধরে একটি রশিতে বেঁধে বলতে লাগলো: তুমি তোমার বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহন করে নিয়েছো, যতক্ষণ তুমি নতুন ধর্ম ছাড়বে না ততক্ষণ আমরাও তোমাকে ছাড়বো না, এভাবেই তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে। একথা শুনে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি ইসলাম কখনোই ছাড়তে পারবো না। হাকাম বিন আবিল আস যখন তাঁর এই চেতনা দেখলো তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিলো। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ওসমান বিন আফফান, ৩৯/২৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, ঈমান আনয়নের পর আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি তাঁর চাচা কিরূপ অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা সহ্য করে ঈমানের উপর অটল ছিলেন। এই ঘটনায় ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, যারা ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের গন্ডিতে তো এসে গেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের লোকজনের নিকট

এখনো ইসলাম সত্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট নয়, তখন তারা তার প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়ন করে থাকে, বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতে থাকে যাতে যেকোন ভাবে مَعَاذَ الله সে দ্বীনে ইসলামকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মনে রাখবেন! সর্ববস্থায় ঈমানের নিরাপত্তা খুবই জরুরী, যেকোন ধরনের আপদ আসুক না কেন ঈমানের দৌলত থেকে ছিন্ন হওয়া উচিৎ নয় বরং ঈমানের উপর অটলতার জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া করা উচিৎ।

ঈমানের উপর শেষ পরিনতির জন্য **"শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া"**য় একটি খুবই সুন্দর ওযীফা লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে এটি পাঠ করে নিবে, اِنۡ شَآءَ الله পাঠকারীর ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভ করবে। সেই ওযীফাটি শাজারা শরীফের **১৬** নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে। আসুন সেই ওযীফাটি শুনে নিই:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ اَنۡ نُّشۡرِكَ بِكَ شَيۡئًا نَّعۡلَمُهٗ وَنَسۡتَغۡفِرُكَ لِمَا لَا نَعۡلَمُهٗ ط

(**অনুবাদঃ হে আল্লাহ!** আমরা এ কথা (বিষয়) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কোন বস্তুকে জেনে বুঝে তোমার অংশীদার বানিয়ে নেব এবং আমরা তোমার নিকট তা (শিরক) থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমরা জানিনা।)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ওসমান গণীর জীবনি থেকে ঐসকল ইসলামী বোনদের জন্যও শিখার অনেক কিছু রয়েছে, যাদেরকে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের পক্ষ থেকে সুন্নাতের খেদমত করার কারণে বিভিন্ন ভাবে নিপীড়ন করা হয়, তখন তারা হিম্মত হারিয়ে মাদানী পরিবেশের বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নেয়, তাদের উচিৎ যে, তারা যেনো এরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে কখনোই অধৈর্য না হয় বরং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن বিশেষকরে শোহাদায়ে কারবালার رِضۡوَانُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِين প্রতি আসা বিপদ এবং তাঁদের এর উপর অটল থাকার প্রতি দৃষ্টি রাখে, সুন্নাতের খেদমতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকে, কেননা উত্তম পরিবেশের সাথে জুড়ে থাকাও ঈমানের উপর অটলতা পাওয়ার অনন্য মাধ্যম।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমান এবং নেক আমলের উপর অটলতার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর আনুগত্য নসীভ করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনির একটি আলোকিত দিক হলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সারা রাত রব্বে কায়েনাতের দরবারে ইবাদত করা অবস্থায় অতিবাহিত করে দিতেন, আখিরাতের প্রতি ভীত থাকতেন এবং আপন **রাব্বে করীমে**র দয়ার প্রতি আশাহ্নিত থাকতেন। দিনের বেলায় **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা এবং রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন, রাতেও **আল্লাহ**র দরবারে সিজদা ও ইবাদতে কেটে যেতো। আসুন! তাঁর ইবাদতের আগ্রহ এবং তিলাওয়াতের শখ সম্পর্কীত চারটি বর্ণনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

ওসমান গণীর ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহ

(১) হযরত যুবাইর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদা রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথমভাগে কিছুক্ষণ আরাম করে অতঃপর সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করে দিতেন।

(মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, ২/১৭৩, হাদীস নং-৬)

(২) হযরত মাসরুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদকারীর সাথে সাক্ষাত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কি আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করেছো? সে বললো: হ্যাঁ। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **আল্লাহ পাকে**র শপথ! তুমি রোযাদার ও ইবাদত গুজার ব্যক্তিকে শহীদ করেছো। **(মুজামুল কবীর, ১/৮১, হাদীস নং-১১৪)**

(৩) যখন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করা হলো, তখন তাঁর স্ত্রী হত্যাকারীদের বললেন: তোমরা ঐ ব্যক্তিকে শহীদ করেছো, যে সারা রাত ইবাদত করতো এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করতো।

(আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, যুহুদ ওসমনার বিন আফফান, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৭৩)

(৪) হযরত আব্দুর রহমান তাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার মকামে ইব্রাহিমের নিকট আমার রাত হয়ে গেলো। আমি ঈশার নামায আদায় করে মকামে ইব্রাহিমের নিকট পৌঁছলাম, আমি সেখানে দাঁড়াতেই এক ব্যক্তি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে হাত রাখলো। আমি পিছনে ফিরে দেখলাম তিনি আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। কিছুক্ষণ পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সূরা ফাতিহা থেকে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত শুরু করলেন, এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করে নিলেন। (আয যুহুদ লি ইবনিল মুবারক, বাবু ফদলে যিকরুল্লাহ, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৭৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো! ঐ সাহাবীয়ে রাসূল, যিনি **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহাজাদীর একের পর এক স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, যাঁকে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক জবানে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, তাঁর ইবাদতের প্রতি ভালবাসা এবং কোরআনে তিলাওয়াতের প্রতি প্রেমের অবস্থা এমন ছিলো যে, দিনরাত ইবাদত এবং কোরআনের তিলাওয়াত করই কাটাতেন। অপরদিকে আমাদের অবস্থা হলো যে, অধিকাংশ সময় অহেতুকতায় নষ্ট হয়ে যায়, দিনরাত উদাসিনতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, আমাদের নিকট না ইবাদতের জন্য সময় আছে আর না কোরআনের তিলাওয়াতে জন্য, হ্যাঁ! তবে দুনিয়াবী কার্যকলাপের জন্য সময় রয়েছে, আমরা স্যোশাল মিডিয়ার ব্যবহার এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও গেমস খেলে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিই বরং مَعَاذَ اللّٰہ ফজরের নামাযের সময় উদাসিনতার ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি। অনেকে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করাতে এত বেশি লিপ্ত হয়ে যায় যে, তাদের সময়ের খেয়ালই থাকে না, আহ! ফরয ও ওয়াজিব আদায়, নফল ইবাদত সম্পাদন, নামায আদায় এবং কোরআনের তিলাওয়াত করার ব্যাপারে প্রবল অলসতা ও উদাসিনতা। আসুন! নিজের মাঝে ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহ ও শখকে জাগ্রত করতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মানব! তোমরা আমার ইবাদত করার জন্য অবসর হয়ে যাও, আমি তোমাদের অন্তরকে সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করে দিবো, যদি তোমরা এরূপ না করো, তবে আমি তোমাদের উভয় হাত ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিবো এবং তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করবো না।

(তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি ওয়ার রিকাক, ৩০তম অধ্যায়, ৪/২১১, হাদীস নং-২৪৭৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু হচ্ছে **আল্লাহ** ওয়ালা। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করেন: কোরআন পাঠকারী, এরাই **আল্লাহ** ওয়ালা এবং বিশেষ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪০, নম্বর-২১৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসূল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইশকে রাসূল এমন একটি ধন ভান্ডার, যাকে এই ধন ভান্ডার দান করা হয় তার তো সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়, যদি আমরা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনি অধ্যয়ন করি তবে আমাদের মাঝে এই সত্যতা প্রকাশ হয়ে যাবে যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই মহান সাহাবী আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এরও এই মহান ধন ভান্ডার অর্জিত ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল বরং ইশকে মুস্তফার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যেনো ইশকে রাসূলেই জীবন ও মরন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিলো। ইশকে রাসূলের মিষ্টতা তাঁর শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে তাঁর আর কিছুই প্রিয় ছিলো না।

আসুন! আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসূল সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না!

যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরামর্শে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হুদায়বিয়ার সন্ধির বার্তা নিয়ে মক্কা শরীফে কোরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ঈর্ষা করছিলেন যে, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মক্কা শরীফ যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, এবার তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত এবং কাবার তাওয়াফ করবেন, যখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজেদের এরূপ ঈষান্বিত চেতনা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রকাশ করলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ আমরা বন্দি, হযরত ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কাবার তাওয়াফ করবে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তাঁর এই ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হবে না, তবে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে কাবার তাওয়াফ করা থেকে কোন বিষয়টি বাঁধা দিবে? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইরশাদ করেন: **"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আমাকে ছাড়া খানায়ে কাবার তাওয়াফ করবে না।"**

যখন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফিরে এলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! কাবার তাওয়াফ করার পর আপনি হয়তো প্রশান্তি অনুভব করছেন? আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করেন: আপনারা আমার ব্যাপারে ভুল অনুমান করছেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যে বাক্য বলেছেন, এতে আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যমান, বললেন: ঐ স্বত্বার শপথ! যাঁর কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ, যদি মক্কা শরীফে আমার অবস্থান এক বছরও হতো তবুও আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করতাম না আর কোরাইশরা আমার জন্য কাবার তাওয়াফ করাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাও রাখেনি।(দালায়িলুন নবুয়তি লিল বায়হাকী, ৪/১৩৩-১৩৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কিরূপ সত্যিকার আশিক ছিলেন! যাঁর প্রতিটি কর্ম ইশকে রাসূলে পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু আহ! বর্তমানে আমরাও ইশকে রাসূলের দাবী তো করে থাকি, কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে খুশি করার কাজ করতে লজ্জা অনুভব করি, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "جُعِلَتۡ قُرَّةُ عَيۡنِيۡ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ আমার চোখের শীতলতা হলো নামায।" (মুজামু কবীর, ২০/৪২০, হাদীস নং-১০১২) একটু ভাবুন তো! আমরা নিয়মিত নামায পড়ছি? এটা কেমন ভালবাসা এবং কেমন প্রেম যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকে রোযা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, কিন্তু আমরা এই আদেশের পরিপন্থি করে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হই। এটাই কি ইশকে রাসূল? নিঃসন্দেহে নয় এবং কখনোই নয়।

"সদরুল আফাযিল" এর চরিত্রের কিছু ঝলক

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুবারক জন্ম ২১ সফরুল মুযাফফর ১৩০০ হিজরী অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩ সাল সোমবার শরীফে ভারতের **"মুরাদাবাদ"** শহরে হয়, তাঁর নাম "মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন" রাখা হয়। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন নুযহাত এবং পিতামহ হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুদ্দীন রাসিখ নিজ নিজ যুগে উর্দূ ও ফারসীর ওস্তাদ ছিলেন। **(সদরুল আফাযিলের জীবনি, ২-৩ পৃষ্ঠা)**

১৩২০ হিজরী অনুযায়ী ১৯০২ সালে ২০ বছর বয়সে তাঁর দস্তারবন্দি হয়। অবশেষে ১৯ যিলহজ্জ ১৩৬৭ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, জামেয়া নাঈমিয়া (মুরাদাবাদ, ভারত) মসজিদের বিপরীত পাশে তাঁর শেষ আরাম স্থল।

(সদরুল আফাযিলের জীবনি, ২২-২৪ পৃষ্ঠা)

শেষ বিদায়ের অবস্থা

খলিফায়ে সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বর্ণনা হলো: এগারোটায় সময় ছিলো, সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের কক্ষের তিনটি দরজাই বন্দ করে দিলেন। কক্ষে আমি এবং হযরত ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কিছুক্ষণ পর আমার সাথে কথা বললেন, এরপর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ

عَلَيۡهِ চুপ হয়ে গেলেন। প্রায় সাড়ে ১১টায় বললেন: ফ্যান ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম, অতঃপর বললেন: কমিয়ে দাও। আমি কমিয়ে দিলাম। আবারো বললেন: আরো কমিয়ে দাও। আমি আরো কমিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ পর বললেন: আরো কমিয়ে দাও। এবার আমি ফ্যান দেয়ালের দিকে করে দিলাম, যাতে দেয়ালের সাথে লেগে বাতাস যায়। কিছুক্ষণ পর বললেন: বন্দ করে দাও। এরপর বলতে লাগলেন: আমার হাত টিপে দাও। অতএব আমি খাটের ডান দিকে বসে হাত এবং কোমড় টিপতে লাগলাম, দেখলাম যে, পবিত্র মুখে কিছু বলছিলেন এবং পবিত্র চেহারায় অনেক ঘাম এসেছে। আমি রুমাল দিয়ে চেহারার ঘাম মুছে নিলাম। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ মুবারক দৃষ্টি তুলে আমাকে দেখলনে, অতঃপর উচ্চস্বরে কলেমা পাক لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰه পাঠ করতে লাগলেন। গলার স্বর ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলো, ঠিক ১২টা ২৫মিনিটে আমি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বন্ধ হওয়া অনুভব করলাম, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নিজেই কিবলার দিকে হয়ে নিজের হাত পা সোজা করে নিলেন। এভাবেই ১৯ যিলহজ্জ ১৩৬৭ হিজরী কলেমা শরীফ পাঠ করে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

(সদরুল আফাযিলের জীবনি, ২৩ পৃষ্ঠা)

আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"সদরুল আফাযিলের জীবনি"** এর আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দ্বীনি খেদমত

✲ সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ দরসে নিজামী শেষ করার পর পাঠদান শুরু করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ওলামা ও মুফতীয়ানে কিরামকে দ্বীনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত করেন। ✲ তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ চিকিৎসা বিদ্যা এবং কিতাব ও রিসালা লেখনির কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ✲ ২০ বছর বয়সে নিজের ছাত্র জীবনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের প্রমাণের দলীল সম্বলিত একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। ✲ তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ দারুল ইফতায় সম্পৃক্ত ছিলেন এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। ✲ তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কিতাব না দেখেই প্রশ্নের উত্তর

লিপিবদ্ধ করতেন। ✯ তাঁর সবচেয়ে মহৎ কর্ম হলো **"তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান"**। (সদরুল আফাযিলের জীবনি, ৮-১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিসওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস নং- ১৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ পাক**র সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৪৩৮, হাদীস নং- ৫৮৬৯) ✯ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরন হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামে, ৫/২৪৯, হাদীস নং- ১৪৮৬৭) ✯ মিসওয়াক পিলু বা যয়তুন অথবা নিম ইত্যাদি তিক্ত কাঠের হওয়া উচিৎ। ✯ মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✯ মিসওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়, অন্যথায় তাতে শয়তান বসে। ✯ এর আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। ✯ মিসওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد